সতী
সীমন্তিনী

সতী সীমন্তিনী

প্রধান
সহঃ পরিচালক
বিদ্যুৎ ধর
●
সহঃ পরিচালনায়
"রাজগুরু"
খগেন গাঙ্গুলী
হেমন্ত বন্দ্যোঃ
●
চিত্র গ্রহণে
অজয় মিত্র
বিজয় দে
●
সম্পাদনায়
কৃষ্ণকালী সমাদ্দার
তরুণ কুমার দত্ত
●
নৃত্য পরিকল্পনায়
মঙ্গল ব্যানার্জী
●
ব্যবস্থাপনায়
জলধর শীল
●
সাজসজ্জায়
গোবর্ধন রক্ষিত

ওরিয়েন্টাল স্ক্রীন কর্পোরেশন
লিমিটেডের প্রথম নিবেদন

—কাহিনী ও চিত্রনাট্য—

শক্তিপদ রাজগুরু

—পরিচালনা—
ও
প্রযোজনা

গুণময় বন্দোপাধ্যায়

প্রধান কর্মসচিব : **অবনী মুখোপাধ্যায়**
চিত্রশিল্পী : **মুরারী ঘোষ** ★ শব্দযন্ত্রী : **মধু শীল**
সম্পাদনা : **সন্তোষ গাঙ্গুলী**
শিল্প নির্দেশ : **সুনীল সরকার**
আবহ সঙ্গীত : **"সুরশ্রী"**
ব্যবস্থাপনা : **সুধীর মিত্র**
নৃত্য পরিচালনা : **পিটার গোমেজ**
রূপসজ্জাকর : **ত্রিলোচন পাল**

—আলোকসম্পাত—

চুনীলাল ব্যানার্জী ● মণীন্দ্র মুখার্জী ● অমরেন্দ্রনাথ বসু
বিশ্বনাথ দাস ● বিশ্বনাথ ব্যানার্জী ● তিনকড়ি বসু

—পরিস্ফুটনা—

ফিল্ম সার্ভিস্ ল্যাবরেটরীজ

প্রচার অঙ্কনে সহায়তা করেছেন—
ও, সি, গাঙ্গুলী ● মণীন্দ্র মিত্র ● অজিত সেন
বলাই পালিত ● বি, মুখার্জী ● গোরা রায়
শৈলেন দে

●
শব্দানুলেখনে
হরিগোপাল দাস
সত্যেন ঘোষ
সহকারী
সুশীল বিশ্বাস
রামপদ পাল
●

১৫৭-বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট

একমাত্র পরিবেশক
ইষ্ট-এণ্ড ফিল্মস্

ফোন : সেন্ট্রাল ৩৮০১

কলিকাতা - ১৩

গান★

(১)

কে বলেরে নাই ভগবান নাই রে ?
তবে দুঃখে যেদিন বুক ভেঙ্গে যায়
কার কাছে জোর পাই রে ?
হয়তো সে নাই মসজিদে বা মন্দিরে
তবু অন্তরে সে প্রেমের ডোরে বন্দী রে
প্রাণের সাথী রয় যে প্রাণে
দেয় না ধরা বাইরে !!

যবে সর্বনাশের বাষ্প আসে
ঘরখানি মোর ভাঙ্গতে
সে যে মধুর হেসে দাঁড়ায় এসে
আঁধার পথের প্রান্তে !!
মৃত্যু ভয়ে চিত্ত যখন শঙ্কিত
জানি সেইতো বিলায় মৃত্যুঞ্জয়ের অমৃত
তাই ভয় দিয়ে যে ভয় ভেঙ্গে দেয়
তার জয়গান গাইরে !!

★

—গীতিকার—
মোহিনী চৌধুরী
—সঙ্গীত পরিচালনা—
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

অন্তরের ও বাইরের মাঝে যেদিন সংঘাত বাধে, সারা মন জুড়ে আসে ভাঙ্গন, স্বপ্ননীড় যায় ভেঙ্গে, যারা ছিল সব-চেয়ে আপন, সরে যায় কোন অজানা দেশে। সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত নির্ভর সেদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়! অতি বড় বিশ্বাসীও করে বিদ্রোহ, আস্তিকও বলে—"ভগবান নাই!"

কিন্তু অন্তর্যামী সেদিন কোন অলক্ষ্য হতে হাসেন!

··· ছোট্ট এক গ্রামের বুকে ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ভবচরণ, ছোট্ট তার সংসার। পিতৃমাতৃহীন ছোট দুটি ভাই শিবু আর কালীকে মানুষ করেছে ভবচরণ আর তাঁর স্ত্রী সতী। স্নেহ দিয়ে—পরিশ্রম দিয়ে—ত্যাগ দিয়ে ঘিরে রেখেছিল তার সংসার। নিজের ছেলে মিণ্টু—আর ছোট দেওর কালীচরণ একই ছিল তার চোখে।

সতী সীমন্তিনী

ভবচরণের স্বপ্ননীড় এক রাত্রের ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে গেল। সতীর জীবনে এল মহাদুর্দিন। ডাকাত পড়েছিল ভবচরণের বাড়ীতে, ডাকাতদল স্পর্শ করেছে সতীকে। বাড়ীর বাইরে পাওয়া যায় রাত্রিবেলায় তাকে! সুতরাং সতীকে আর কুলবধূর আসন দেওয়া সম্ভবপর নয়! ভবচরণকে হয় সমাজ না-হয় তার স্ত্রীকেই পরিত্যাগ করতে হবে।

ধর্মভীরু ভবচরণের সামনে আজ তার পিতৃপুরুষের সঞ্চিত পুণ্য, তাঁদের কুলদেবতা—, তাঁদের অতীত ঐতিহ্য, অন্যদিকে তার প্রাণসমা স্ত্রী।

সতী আজ সামান্য আশ্রয়ের জন্যই সমাজপতিদের সামনে—স্বামীর সামনে শপথ করে—সবচেয়ে যা বড় তার কাছে—একমাত্র পুত্র মিণ্টু, তারই মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে—সে নিষ্পাপ, সে নিরপরাধ।

তবুও ঠাঁই হলনা তার বাড়ীতে।

কালীর ধর্ম ঈশ্বর নয়—মানুষ! সে প্রতিবাদ করে সমাজের এই হৃদয়হীনতার, দাদার এই দুর্বলতার।

জীবনের

সর্বপ্রধান

চরিত্রে

ছায়াদেবী

★

—পার্শ্বচরিত্রে—

তারা ভাদুড়ী
বীণা ঘোষ
কমলা অধিকারী
পুষ্প, মিলি

★

অন্যান্য ভূমিকায়

লীলা দাশগুপ্তা
*
সুধীর মিত্র
*
ফণি মুখোপাধ্যায়
*
মাষ্টার বুলু
*
সত্য ভট্টাচার্য
*
ফণি রায়
*
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
*
শিবদাস মুখোপাধ্যায়
*
জীবন মুখোপাধ্যায়
*
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
*
প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়
*
লেতো
*

গুরুদাস, সুধীন, কেষ্ট, অতীন, সুশীল, কালিকিঙ্কর, গোপাল চট্টো ও আরো অনেকে

কালী প্রাণপণ পরিশ্রম করে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে—নিজের বৌদির—মিণ্টুর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। শিবু—দাদা—সমাজ—সবারই বিরুদ্ধে আজ তার বিদ্রোহ। ওদের কাছে হাত পাতবেনা—কোন সাহায্য ওদের নেবেনা।

কিন্তু আরও কঠিন আঘাত আসে ওদের জীবনে।

একমাত্র প্রদীপ মিণ্টু,—সবহারা মায়ের শেষ অবলম্বন তারই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। সতীর মাতৃত্ব—পবিত্রতা আজ আর্তনাদ করে ওঠে। ওই ছেলের মাথায় হাত দিয়ে সে শপথ করেছিল সে নিষ্পাপ! আজ মিণ্টুর মৃত্যুতে তার সে সত্য থাকবে কোথায়!

মা আজ মিনতি জানায় ভগবানের কাছে:

—ঠাকুর আমার নিজের প্রাণের বিনিময়ে তুমি ওকে বাঁচিয়ে তোল, আমার মান রক্ষা কর!

মায়ের ব্যাকুল ক্রন্দন কি ভগবানের কাছে পৌছবে না? মিথ্যা কলঙ্কের কালিতে মায়ের মুখ কি কালো হয়ে যাবে?? কিন্তু কি তার অপরাধ! মা আজ প্রত্যক্ষ করতে চায় বিশ্ব নিয়ন্তা ভগবানের বিধান তার সতীত্বের কাছে পরাজিত হয় কি না?

··· যুগ যুগ ধরে মানুষ এই সমস্যার সমাধান খুঁজে এসেছে—উত্তরও পেয়েছে! অশ্রুধারায় সিঞ্চিত হয়ে সেই শাশ্বত সত্যই রূপ পাবে সতীর জীবন নাট্যে!!

(২)

ঝম্‌-ঝম্‌, ঝম্‌-ঝম্‌ মল্‌ বাজে ওই
'পিয়া' 'পিয়া' বাজে বাঁশীরে।
ধরেনা ধরেনা আজ চাঁদের ঠোঁটে
ঝলমল্‌ ঝলমল্‌ হাসিরে !!

মহুয়ার ফুল ঝরে ঝুর ঝুর ঝুর,
পাহাড়ী ঝর্ণা নাচে ঝুমুর ঝুমুর,
একলা একলা ঘরে ঘুম আসে না
ছুটে ছুটে তাই পথে আসিরে !!

মাদলের তালে তালে থৈ তা তা থৈ,
হাতে হাত তালি দিয়ে আয় নাচি সই
গলায় গলায় মালা দিব তারে আজি,
চুপি চুপি যারে ভালবাসিরে !!

(৩)

রাজাবাবুর গাছেরে হেল্যা দুল্যা লাচেরে,
ঝুমকো জবার ফুল রাঙ্গা রাঙ্গা !
ছাঁচিপানে লাল টুকটুক রাজাবাবুর ঠোঁটেরে
টুকচে হাসি থেনে মিছরি ভাঙ্গা ॥
রাজাবাবুর সায়েরে মিঠা মিঠা পানি
আঁজলা ভইরা খাই আবার কলস্যা ভইরা আনি।
রাজাবাবুর খিড়কিতে ঝির ঝির হাওয়ারে,
সিথাকে বস্‌লে দিল হয়রে চাঙ্গা ॥
রাজাবাবু পুইসা দেন হামরা বাঁচি,
রাজাবাবু হাসেন তাই হামরা লাচি,
মাদল বাজাই সুখে ধিন তা তা ধিন,
রাজাবাবু আছেন তাই হামরা আছি।
রাজাবাবুর নসিবে উচঁ উচাঁ কোঠী,
হামাদের বদনসিবে পাইনা গোড়া রোটী,
সহরকে যায়েন রাজা লালসড়ক দিয়ারে,
হামাদের ভালা এই পিয়াল ডাঙ্গা ॥

শ্রীরবি গুপ্ত প্রযোজিত
রূপায়ণ থিয়েটার্সের
প্রথম নিবেদন

আদর্শ দীক্ষাগুরু
বঙ্কিমচন্দ্রের
দুর্গেশনন্দিনী

শ্রেষ্ঠাংশে
ভারতী দেবী,
চন্দ্রাবতী,
ছবি বিশ্বাস,
অজিত চট্টোপাধ্যায়,
('স্বামিজী' খ্যাত),
নীতিশ,
কমল মিত্র,
শ্যামলী দেবী,
মঞ্জু ব্যানার্জি,
পরিচালনা :—অমর মল্লিক

একমাত্র পরিবেশক
ইষ্ট-এণ্ড ফিল্ম্‌স্‌

(৪)

গানের সুরে সুরে জানি দুলবে তাদের প্রাণ
যারা শুনবে আমার গান।
গান যে আমার শুকনো গাঙ্গে
আনে নোতুন বান ॥
গান যে আমার ভালবাসার ভাষা,
মরুর বুকে শ্রাবণ মেঘের আশা,
ঝঙ্কারে তার ভুলবে ব্যথা
ভুলবে অভিমান ॥
যারা শুনবে আমার গান ॥
দিনের শেষে ক্লান্ত সাথী ফিরবে যখন ঘরে,
দূর থেকে সে গান শুনে মোর থামবে ক্ষণেক তরে,
দূর হবে তার দিনের যত গ্লানি,
মলিন মুখে ফুটবে হাসি জানি।
হৃদয় ভরা প্রীতির সুধা করবে আমায় দান ॥

পরবর্তী আকর্ষণ

ভারতী চিত্রপীঠের

ভক্তি অর্ঘ্য . . . . . .

পরিচালনা দেবনারায়ণ গুপ্ত

ভক্ত রঘুনাথ

ভূমিকায় ★

. . . গুরুদাস · সুদীপ্তা · সন্তোষ সিংহ ·
· · হরিমোহন · অনুপকুমার ইত্যাদি ·

একমাত্র পরিবেশক ইষ্টএণ্ড ফিল্মস্

ইষ্ট-এণ্ড ফিল্মসের পক্ষ হইতে শ্রীদেবু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং ২০-এ, গৌরলাহা ষ্ট্রীটস্থ এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিঃ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র